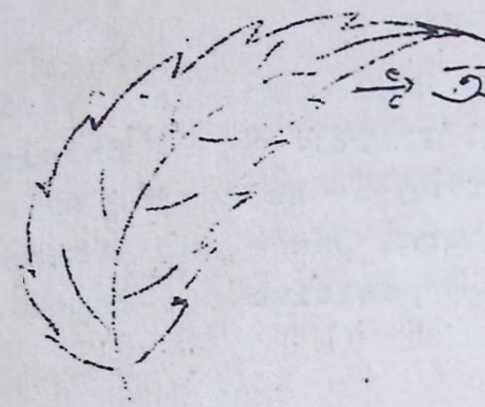

আমাদের মৌন প্রতিবেশী

(৬)

॥ নিম ॥

মো: আবুল মুহিদ।

নিম আমাদের একটি অতি পরিচিত গাছ। নিম নাম ছাড়াও ইংরেজীতে ইহা মারোসা এবং ইন্ডিয়ান লাইলাক বলেও পরিচিত। নিম মিলিয়েসী গোত্রভুক্ত গাছ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাজাডিরাক্টা ইন্ডিকা। নিম সদৃশ বাকাইন বা মোড়া নিমের পার্শ্বিক নাম আজাদ দরখত থেকে গৃহীত অ্যাজাডিরাক্টা উদ্ভূত। ইন্ডিকা নাম ভারতের সহিত সম্পর্ক নির্দেশক। কিন্তু পাকিস্তান দেশ যে নিমের আদি বাসস্থান নয় এ সম্পর্কে সকলেই একমত এবং পাকে ভারত ভূখন্ড নিমের পিতৃভূমি কি না এ বিষয়ে অধিকাংশ বিজ্ঞানী সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। তাদের মতে ব্রহ্মদেশই নিমের আদিনিবাস। কিন্তু যুগযুগান্তর থেকে নিম গাছ আমাদের দেশে জন্মে আসছে তাই নিম গাছকে আর বিদেশী বলে মনে করিনা। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে নিমের প্রচুর উল্লেখ আছে। নিমের ফুল, ফল, পাতা ও ছাল পঞ্চনিম্ব নামে পরিচিত। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা যে কয়টি গাছকে পবিত্র মনে করে থাকেন তার মধ্যে নিম অন্যতম। পবিত্র অশ্বত্থ গাছের সঙ্গে নিমের

নরনারী সম্পর্ক। অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু অশ্বত্থ গাছের পাশে নিম গাছ রোপণে দ্বারা বর অশ্বত্থ গাছের সাথে কনে নিমকে আড়ম্বরে পরিণয় করিয়ে পূণ্য অর্জন করে থাকেন। বরাহ মিহিরের মতে প্রাঙ্গণে নিম ও অশ্বত্থ গাছের অবস্থিতি গৃহবাসীদের জন্য সমৃদ্ধি নিয়ে আসে।

প্রায় ভারতের সর্বত্র নিম গাছ দেখা যায় কিন্তু শুষ্ক এবং উষ্ণ অঞ্চলেই নিম ভালো বেশী বড়মাপে কিছু সময়ের জন্যে নিম পত্রহীন হয়ে যাচ্ছেও এই পত্রহীন কাল এতই সংক্ষিপ্ত যে পর্ণমোচী হয়েও নিম ছায়াবৃক্ষ হিসেবে বিশেষ সমাদৃত। অনেকে নিমকে চিরসবুজ গাছ বলে ভুল করে থাকেন। নিদাঘের খরতাপে পীড়িত হয়ে মানুষ নিমের স্নিগ্ধ ছায়ায় যেমন সুখ আরাম পায় তেমনি বসন্তে মৃদু সুগন্ধ নিমফুলের সৌরভে জুড়ে আসে আকাশ আর বর্ষামেদুর হলদবরন নিমফল দেখে পাখীরা জমায় ভীড়। পাখীর কাকলি বা মৌমাছির গুঞ্জনের সাথে ছায়াময় নিম গ্রীষ্ম মন্ডলীয় বৃষ্টিবিরল এলাকায় কি যে এক অপূর্ব কমনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে তা বর্ণনাতীত।

নিম মাঝারি আকারের গাছ। পাতা যৌগিক এবং শাখার অগ্রভাগে গুচ্ছীভূত। পত্রিকা সংখ্যা বেশ। পত্রিকা গুলোর কিনারা খাড়া কাটা তবে গোড়ার দিক অসমান। ছোট ছোট সাদা ফুল গুচ্ছে ফোটে। ফল হলদে, রসালো এবং একবীজ বিশিষ্ট।

সমুদ্রমন্থন শেষে দেবতারা যখন অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে স্বর্গে বাড়ি জমাচ্ছিলেন তখন তাড়াহুড়ো মর্ত্যে কয়েক ফোঁটা অমৃত নিমগাছের ওপর পড়ে যায়। নিমের আর এক নাম তাই অমৃত। কিন্তু অমৃত তো মিষ্টি বলেই জানি আর তিক্ত বলেই নিমের খ্যাতি। হয়ত বা সুশ্রুতের মত অতিরিক্ত মিষ্টির জন্য নিম তেতো হয়ে গিয়েছে। মানুষের অবহেলা আর ক্ষত এ রহস্য হয়ত দেবতাদের কাছেও অজানা নয়। কথিত আছে সর্পদংশিত যে ব্যক্তির মৃত্যু অবধারিত তাকেও নিম মিষ্টি লাগে।

নিম অমৃতের মত মিষ্টি কিনা এ সম্পর্কে যতই সন্দেহ পোষণ করা যাকনা কেন অমৃতের মত নিমের যে অনেক গুন আছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। নিমের গুন বর্ণনা করে শেষ করা যাবেনা। নিম গাছের প্রত্যেকটি অংশই মানুষের উপকারে আসে। নিম কাঠে দেশ-মন্ত্রী তৈরী হয়। অন্যান্য সাধারন কাজেও নিম কাঠ নেহাত মন্দ নয়। নিমের বীজ থেকে নিষ্কৃত তেল বিখ্যাত। ঔষধি নাশক এবং বাত ও চর্মরোগের ঔষধ হিসেবে এর অনেক কদর। নিমের ডালের সেরা দাঁতের মত এক প্রকার আঠা এবং কাণ্ড থেকে মেথুরসের মত এক ধরনের রস সংগ্রহ করা হয়। এসে বলে নিমের তাড়ি। সাধারণ হিসেবে নিমের আঠা ও তাড়ি রসের অমৃত। নিম গাছের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রোগে সাবান, দাতের মাজন ইত্যাদি প্রস্তুতে লাগে। ছোট ছোট শাখা দিয়ে দাতন তৈরী হয়। * সাধারণ লোক পাতা, ডাল, ফুল ও ফল কে ভর্তা, বা,

বাচ্চা, পেটের অসুখ ইত্যাদি রোগে প্রতিষেধক হিসেবে নানা ভাবে ব্যবহার করা হয়। বক্ত শুদ্ধির জন্য নিমপাতা ভেজে খাওয়া হয়। চৈত্র মাসে নিমপাতা সহ কেউন ভেজে "নিম-কেউন" খাওয়ার রীতি বেশ কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ প্রচলিত।

নিম গাছের ছালকে স্বাস্থ্যকর বলে ধরা হয়। নিমপাতার নির্যাস কীটপতঙ্গ প্রতিরোধক। ভূত-প্রেত-দূরে রাখার ক্ষমতা ও নিমপাতার আছে বলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস। ঊনুস-মৃত্যু সময় এবং বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কালে প্রেতযোনির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সূতিকা প্রসোপরে নিমপাতা বেঁধে দেওয়া হয়। সংসার বিরাগী সন্যাসীদের এরকম কোন আশঙ্কা থাকার ভয় নেই। তাদের যত ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকে ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়। পার্থিব এই উর্বশীদের কবল থেকে মোক্ষ লাভ করে ঊর্ধ্বগতি না হয়ে পড়েন সেজন্য এই সাধুসন্তরা তেতো নিমপাতা খেয়ে থাকেন।